অরুণ

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী
প্রণীত।

কলিকাতা, ৪১ নং সুকীয়াস্ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮

Printed by Upendra Nath Mondal, at the
"Bhaisajya Steam Machine Press"
4, Raja Nabakrishna's Street, Sovabazar ; *CALCUTTA.*





পরম পূজনীয়

কবিবর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে।





সূচীপত্র।

সূচীপত্র

বঙ্গভাষার প্রতি।

দুরাশায় আসিলাম তব কুঞ্জগেহে,
উষার মধুর আলো বড় যে লেগেছে ভালো;
পাগল মলয় যেগো লাগিয়াছে দেহে ;
দুরাশায় আসিয়াছি তাই কুঞ্জগেহে।

আমি এই নানাফুলে গাঁথিয়াছি মালা !
সভয়ে এসেছি দ্বারে— দাঁড়ায়েছি একধারে ;
লহ তুলি'—নিবাইয়ে হৃদয়ের জ্বালা—
যত্নে গাঁথা ছোট মোর এই ফুলমালা !

প্রার্থনা।

ব্যথিত কাতর মোর কলঙ্কিত হিয়া
কেমনে জুড়াব প্রভু, তোমারে ছাড়িয়া ?
এস প্রাণপ্রিয় নাথ, মোর অন্তঃপুরে
যাক্ চলে' তাপ ক্লেশ দূরে—অতি দূরে !
তুমি মোর চিরসখা, চিরপ্রিয়তম।
চিরসুখ তোমাতেই বিজড়িত মম।
তুমি না আসিলে দেব. এ আঁধার বুকে
বাঁচিয়া থাকিব প্রভু আর কোন্ সুখে ?
সংসারের সংকীর্ণতা নিত্য অবিরাম
পারিনে দেখিতে আর। তাই মনস্কাম—
এসে এ হৃদয়ে মোর অনন্ত পিপাসা,
সীমাতীত অপূর্ণতা, আজন্মের আশা,
মিটাইয়া হৃদাসনে কর অধিষ্ঠান ;
লভুক্ অক্ষয় শান্তি এ ক্লিষ্ট পরাণ।

মলয় ও কোকিল।

বসন্তের সুবাসিত মলয় সমীরে
বিমল জ্যোতির ছটা হেরিনু তিমিরে।
দিক্-হতে-দিগন্তরে-প্রশান্ত গগনতলে
একাকী বসিয়া আমি ছিলাম যখন
অতর্কিতভাবে মোরে আবিষ্ট করিয়া তবে
কোথায় বহিয়া গেল চঞ্চল পবন?
অজানিতে তন্দ্রা মোর এনে দিল চোকে,
উড়িয়া গেলাম আমি কোন্ স্বপ্নলোকে!

বসন্তের "কুহু" তানে সহসাগো আজ
ভুলিয়া গেলাম মোর যত মিথ্যা কায!
পবনের আবেশেতে—নিদ্রার কোলেতে শুয়ে,
শুনিলাম কোকিলের যে গভীর তান
সমস্ত সংসার গেল তাহে ধীরে মিলাইয়ে
ক্রমে যেন জাগি' মোর উঠিল পরাণ!
ডুবিয়া গেলাম আমি অকূল পাথারে,
খুঁজিয়া পেলেম "কুহু" তানে আপনারে!

রহস্য।

(১)

জীবনের প্রথম প্রভাতে
মগ্ন ছিনু কি জানি কি ধ্যানে,
প্রভাতের তপন নেহারি'
চমকি' চাহিনু নিজপানে।
দুরন্ত এ বিশাল বিশ্বেতে
ছুটোদিন শুধু দিবানিশি
উদ্দাম উৎসাহে বুক বাঁধি
কোলাহলে রহিলাম মিশি।
স্বপনেতে কেটে গেল দিন
অজানিতে সন্ধ্যা এল ছুটে—
ভেঙে গেল সাধের স্বপন
ভূমিতলে পড়িনুগো লুটে !

(২)

জানি নাই পৃথিবীর কিছু,
বুঝি নাই কাহারে কি বলে,
প্রভাতের সূর্য্যসনে যেন
বুঝিনু সবারে দলে দলে।
মেতে রনু' দুদণ্ডের তরে
আত্মহারা হ'য়ে দুটোদিন,
এল সন্ধ্যা বেগে ধেয়ে হায়—
সব তন্দ্রা হইল বিলীন!
কোথা হতে আসিলাম হেথা?
দুদণ্ডের তরে আসি শেষে—
কোথা গিয়ে লুকাব কি জানি!
এ প্রবাহে কোথা যাব ভেসে!

একমাত্র গতি।

হে নির্ম্মল,

প্রলোভনে পূর্ণ এ সংসার ;
কেমনে তাহার মাঝে করিব বিহার
অক্ষম, দুর্ব্বল, ভ্রান্ত অজ্ঞানী পথিক ?
কেমনে করিব স্থির—গেলে কোন্ দিক্
তোমার মঙ্গলালোকে করিব প্রবেশ
অক্ষত, নিশ্চিত, শান্ত ? কেমনে মহেশ,
বুঝিব তোমারে প্রভু, সংশয়তিমিরে
কপট, দাম্ভিক চিত্তে সহজে, সুধীরে ?
প্রাণ যেগো নিশিদিন অতৃপ্তির মাঝে
বসিতে চাহেনা আর তব কোন কাযে !
কেমনে করিব তারে উন্নত, অটল ?—
বুঝিতে পারিনে নাথ, কোথা মোর বল !
কি হইবে গতি মোর বল দয়াময় !—
শুনিলাম, "লভে শান্তি সরল-হৃদয়।"

আত্মকাহিনী

আমি ভালবাসি যারে　　　সে থাকে সাগরপারে
　　কুয়াসার আবরণতলে,
আমি হেথা বসে' একা　　　ভাবি কবে হবে দেখা,—
　　মরমে মরিয়া পলে পলে !
বহুদিন হ'ল গত　　　ঘুমঘোরে, স্বপ্নমত
　　দেখেছিনু মনে পড়ে তারে,
তারপরে এতদিন　　　বৃথায় হইল লীন
　　ভাসিয়া অজস্র আঁখিধারে !
আমার কাননমাঝে　　　কৌমুদীপ্রফুল্ল সাঁঝে,
　　মৃদুল মধুর সমীরণে,
পোষা সে পাখীটি মোর　　　গাহে যবে হ'য়ে ভোর
　　একমনে শান্ত নিরজনে,—
কি ভাব তখন প্রাণে　　　কি জানি আমারে টানে,—
　　মনে পড়ে সে মধুর মুখ ;
হেরি চাঁদ নীলাকাশে　　　কি যেন গো মনে আসে
　　না বুঝেও কাঁপে যেন বুক !

অরুণ

এমনি পাগলপারা　　　যাপি দিন দিশাহারা
আপনার আবেশে আকুল ;
আপনার গানে কারে　　　পারি যেন বুঝিবারে
আর সবি মনে হয়,—ভুল !
দূরে দূরে থাকি আমি　　　নহিগো "উন্নতকামী"
কাছে থেকে থাকি দূরে দূরে ;
সংসারের আবিলতা　　　শুধু মোরে দেয় ব্যথা
মরি তাই আজো ঘুরে ঘুরে।
কবে মোর তরীখানি　　　ভাসাইব নাহি জানি
আবাহন নিবে ডেকে কবে !
এখন স্মরিয়া তারে　　　শুধু ফিরি দ্বারে দ্বারে
বিভ্রান্ত বিশাল এই ভবে।
তারে ভালবাসি আমি　　　সঙ্গোপনে দিনযামী
পরপারে তাই চেয়ে আছি ;—
চেয়ে আছি কুয়াসায়　　　কবে সেথা কে আমায়
ডেকে লবে আরো কাছাকাছি !

মহাশক্তি।

জাগায়ে তোলগো দেবি, তব ভক্তগণে
সঞ্জীবনী সুধাধারা করাইয়ে পান।
একি হেরি—বঙ্গবাসী তব আরাধনে
হ'তেছি নিৰ্জ্জীব, শ্রান্ত, খিন্ন, দীনপ্রাণ!
পূজিয়া তোমার পাদ কেন বঙ্গবাসী
হারাইছে নিজেদের ধনরত্নরাশি?
তুমি দেবী, তুমি লক্ষ্মী,—হেরিছ দুৰ্দ্দশা;
কর তবে প্রতিকার। ভাঙি' তন্দ্রালসা
ইহাদের নিয়ে যাও মুক্ত বায়ুমাঝে
যেখানে বিপুল বিশ্ব আনন্দে উল্লাসে
রত সবে সেবাধর্ম্মে;—নিজ নিজ কাযে।
ত্রিতন্ত্রী ঝঙ্কারে মাগো, জাগায়ে বিশ্বাসে
দাও ভেঙে গৃহে গৃহে সব নীরবতা
আসুক উৎসাহ প্রাণে,—দেশে স্বাধীনতা

সঙ্কল্প।

কর্ত্তব্য সাধিতে মোরা এসেছি এ ভবে
আদেশ পালন তব করিতেই হবে
মৃত্যুরে উপেক্ষা করি। তোমার প্রেমেতে
কর্ম্মযোগী হব মোর এ মহা বিশ্বেতে
সকল সঙ্কীর্ণ বাধা অতিক্রম করি'।
তব নামে সাগরেতে ভাসাইয়া তরী
যাব এক লক্ষ্য ধরি'—অমৃতের পানে,
অমৃতের পুত্র মোরা। তব জয়গানে
বিকম্পিত করি' পৃথ্বী চলিব ভাসিয়া
প্রেমের সংসার তব বুকেতে লইয়া
ও অভয় পদছায়ে। যেন, প্রাণারাম,
বিস্মৃত না হই যবে নিব তব নাম
স্নেহ, প্রেম, আশীর্ব্বাদ যা দিয়াছ সবে ;—
তব স্মৃতিসম তারা প্রাণে জাগি' রবে।

একটা মনের কথা।

(১)

তোমায় ছেড়ে কইলে কোন কথা
তার ত' কোন অর্থ নাহি পাই,
প্রাণহীন এ মানুষগুলোর মত
ঘৃণা করি সে কথাকে তাই।
যত রকম কথা শুনি আমি—
সবি যেন তোমায় ব্যঙ্গ করে ;
মনের কথা কইনে দুঃখে নাথ,
"সমালোচকে" দেশ্‌টা গেছে ভরে'।
কোন কথা কইলে পরাণ খুলে
অনুভব তা করেইনাক' কেহ,
সবাই স্বার্থে মগন তোমার দেশে
কারুর প্রাণে নাইক বিন্দু স্নেহ।
উপদেশে দেশ্‌টা গেল পচে',
কাযের বেলা সবাই ঘরের কোণে ;

সভার মাঝে চোঁচায় এরা খালি
তোমায় তিলেক ভাবেওনা হায় মনে !
চোঁচায় এরা দেশের রাজার কাছে,—
তোমায় ভুলে,—কৃপার তরে প্রভু !
করে এরা উন্নতির আশা
"তুমি আছ" না ভাবিয়াই কভু।

(২)

"তুমি আছ !" যখন ভাব্‌তে পারি
তখন্ কিগো স্বার্থ প্রাণে আসে ?—
সঙ্কীর্ণতা মনে হয় কভু
চাইলে উর্দ্ধে মুক্ত নীলাকাশে ?
"তুমি আছ" যখন বুঝি মনে —
হাল্কি হ'য়ে যায়গো জীবনগ্লানি ;
তখন আরকি নিরুৎসাহে আসি
রাজার দ্বারে যুক্ত করি পাণি ?
তখন বুঝি তুমি আছ প্রাণে—
জীবন্‌টারে তখন তুচ্ছ মানি,
আপন গলায় পরি বিজয়মালা
আপন কুঞ্জ হতে কুসুম আনি।

তাই তোমারে যে কথায় না শুনি
সে কথাটা ফাঁকাই মনে হয়,
আমার ইচ্ছে, সবাই সকল কাযে
সব্‌সময়ে গাইবে তোমার জয়

মুক্তিকামনা।

তোরা ছেড়ে দে রে আমারে এখন
বড় বেদনায় পিষ্ট এ জীবন ;
ওই গৃহে মোর সন্ধ্যার কিরণ
হের জ্বলিতেছে কোকিলের গানে।

ধীরে গগনের প্রান্তে শান্ত রবি
ওই ফলাইছে সোণাঢালা ছবি,
তাই বাসনাগো ও কিরণ লভি,
যাই ঊৰ্দ্ধে—আরো ঊর্দ্ধে কোন খানে।

ভ্রমরের

চুম্বন-মদিরা।

নিদ্রার আবেশভরে, যবে পড়ে' থাকি ঘরে,
যবে মোর থাকেনা চেতনা,
যবে নিরজনে পশি', অন্ধকার গৃহে বসি,
শুধু করি অদৃষ্ট গণনা,—
তখন চকিতে এসে নানাছলে ছদ্মবেশে
চাহে মধু নিতে মধুকর,
মধু পুষ্পে না পেলে সে চলে যায় দূর দেশে
অনুতাপে দহিয়া অন্তর!
পাপেতে ডুবিয়া থাকি সে আইলে মুখঢাকি ;
"গুন্ গুন্" শুধু শুনি কাণে,—
তার কাছে আজো তাই যেতে আমি পারি নাই
মধু নিয়ে মধুমাখা প্রাণে!
তারে যেন প্রাণ চায় কভু তবু নাহি পায়,
ধরিতে পারিনে আমি তারে;

পাপপূর্ণ প্রাণ নিয়ে কাঁপে তার কাছে হিয়ে
মোর জ্বালা কহি আমি কারে?
অপূর্ব্ব ক্ষমতা তার যত ক্ষুব্ধ হাহাকার
সে আসিলে রহে লুকাইয়ে।
অলক্ষ্যে আসিয়া হেথা অদৃশ্যে সে যায় মিশে
চুম্বনটি প্রতিদান দিয়ে!

কখন্ যে কাছে এসে, কেমনে যে ভালবেসে,
কেমনে যে কুসুম সে চুমে,—
কহিতে তা নাহি পারি; শুধু যবে যায় ছাড়ি
আছাড়ি তখন কাঁদি ভূমে।
আসেনিক' সে যখন পাপে ডুবে ছিল মন,
ছিলনাক কোন দ্বিধা, ভয়;
তার মিলনের পরে একি বহ্নি জ্বলিলরে!—
সব কাযে শঙ্কা জেগে রয়।
পাপমুগ্ধ স্থির চিতে ব্যথা দিয়ে জাগাইতে
সে কেনরে এত যত্ন করে?
পাতাগুলি কাঁপাইয়ে চঞ্চলতা এনে দিয়ে
সে কোথায় স্বপনেতে চরে!
তারে ভুলিবারে যাই— আরো যেন ডুবে যাই
কে এমন হ'ল গো আমার!

পাপে পুনঃ আপনারে   সাধ করে বিকাবারে ;—
কেন সেথা হেরিগো আঁধার ?
সিঁদ কেটে চুরি ক'রে   কোথা সে যে যায় স'রে
সে সন্ধান করিতে না পারি ;—
তৃষিত চাতক প্রায়   এ ফুল শুকায়ে যায়
দুদিনের বিরহেতে তারি !
সে চুম্বন আশে হিয়া   সদা উঠে শিহরিয়া
অপরূপ লীলা বল কি এ ?
অলক্ষ্যে আসিয়া হেথা   অদৃশ্যে সে যায় মিশে
চুম্বনটি প্রতিদান দিয়ে !

বাদ্‌লায়।

(১)

বিন্দু বিন্দু পড়ে বারি আকাশ ঢাকা মেঘে।
শীতল বায়ু "হুহু" করি বহিতেছে বেগে।
সূর্য্যবিহীন সকালবেলা ভুলে গিয়ে সকল খেলা
শয্যাতলে বসে আছি নিদ্রা হতে জেগে।
বাইরে বৃষ্টি পড়ে ধীরে আকাশঢাকা মেঘে।

ঘরের পাশে বারেন্দাতে ভেজাগায়ে পাখী
"ঝটপটি" পাখা ঝাড়ে কভু থাকি থাকি।
চড়ুই দুটো ঘরের কোণে উড়ে উড়ে আপন মনে
এক্‌ভাবেতে ক্রমাগত মরিতেছে ডাকি।
পাখাঝাপ্‌টা দিচ্ছে বসি বারেন্দাতে পাখী।

সুমুখ দিয়ে কল্‌কলিয়ে যাচ্ছে ব'হে 'নালা',
শীতে কেঁপে উঠ্‌ছে সদা পাণ্ডু গাছপালা ;
পথে এবে নাইক কেহ। ভগ্ন আমার শূন্য গেহ

আজ্‌কে যেন কাঁদছে একা—নিতান্ত নিরালা।
সুমুখ দিয়ে কল্‌কলিয়ে যাচ্ছে ব'হে 'নালা'।

(২)

এমনদিনে এসময়ে না জানি কি ক'রে
মনের ভুলে আঁখি হ'তে অশ্রু পড়্‌ল ঝ'রে!
চমকিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরিনু গৃহ ছাড়ি
তবু পথে আঁখি দুটো উঠ্‌তেছিল ভ'রে;
এমনদিনে এ সময়ে না জানি কি ক'রে!

তোমরা ছিলে যে যার ঘরে সুখেতে মগন
আমি তখন পথে ছিলাম,—চঞ্চল-চরণ।
"হুহু" ক'রে বাদ্‌লা বাতাস আমায় ক'রে তুল্লে উদাস,
বাঁকা পথে সারাদিন্‌টা করিনু ভ্রমণ;
তোমরা ছিলে যে যার ঘরে সুখেতে মগন।

সারাদিনটা কেটে গেল; সন্ধ্যা এল যবে,
বাদ্‌লা যখন থম্‌কে গেল নিতান্ত নীরবে,
তখন আমি পথ হারিয়ে, বন উপবন সব ভ্রমিয়ে
আবার এসে দাঁড়াইনু আমার গৃহদ্বারে,—
ব্যপ্ত তখন সর্ব্বভুবন সন্ধ্যার আঁধারে!

শৈশবস্মৃতি।

বসিয়া রয়েছি একা তরঙ্গিণীকূলে
রক্তবর্ণ রবি ধীরে পূরবগগনে
মোর পানে বারেকের তরে মুখ তুলে
চাহিয়া, বিচ্ছিন্ন মেঘে মলিন বদনে
কখন্ লুকায়ে গেল! তরী একখানি
মলয় মারুতভরে কোথায় না জানি
চলে গেল তরতরি'।—
এ দৃশ্য নেহারি
ভরিয়া উঠিল চোকে এক বিন্দু বারি!
ব্যথিত এ মর্ম্মস্থল উঠিল কাঁপিয়া;
গৃহেতে আইনু ফিরি' হৃদয় চাপিয়া।
অতীতের কত কথা প'ড়ে গেল মনে—
কতশান্তি এই গৃহে ছিল সে আমার!
আজিকে আমার হায়! এনবযৌবনে
হেরিতেছি সবি শূন্য,—সবি অন্ধকার!

তখন আসিলে দুঃখ অশ্রুকণাসনে
দিতাম বিদায় করি। এখন জীবনে
যত দুঃখ, যত শোক, তাপ, পরিতাপ,
সকলি আজন্ম তরে রেখে যায় ছাপ ;
একবারে নাহি যায় এ হৃদয় হ'তে
ভাসিয়া সে দুঃখময় মহাকালস্রোতে।
তখন জীবনতরী উষার আলোকে
চলিত আনন্দভরে ; পলকে পলকে
নিশ্চিন্ত জীবনখানি গিয়েছিল বহি'
ক্ষণেকের ব্যথাগুলি অনায়াসে সহি'
অক্ষত, সুন্দর, শান্ত। কর্ম্মপারাবারে
ছিলনাক' তরঙ্গের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস ;
উদার নীলাম্বু শুধু ছিল চারিদিকে
কোমল গালিচা সম বিস্তৃত উদাস !
বিমল বসন্তবায়ু সুমন্দ হিল্লোলে
পালে এসে ধীরভাবে লাগিত সুন্দর,
জল কাটি' নৌকাখানি স্নিগ্ধ কলরোলে
নাচিয়া নাচিয়া যেত বহি নিরন্তর।
ছিলনাক কোন চিন্তা। বাসনার বান
তখনো উঠেনি বাড়ি' পর্ব্বত সমান—

ডুবাইতে তরীখানি। উদার আকাশে
তখনো ছোটেনি মেঘ উতলা বাতাসে
আর্দ্র করিবারে মুক্ত শুভ্র পালখানি
নিমেষের বৃষ্টিধারা তীব্র বেগে হানি' !
তখনো সে বিধাতার কটাক্ষ ভীষণ
আনেনি জীবনে মোর জীবন্ত মরণ।

এখন পরাণ হায় বিচ্ছেদবিধুর !
এখন জীবন মোর নিত্য ভারাতুর !

নৈরাশ্য

প্রতিদিন দুঃখতাপে জর্জ্জরিত প্রাণে নিত্য
হতেছি নিরাশ,
তাই মোর চিরকাল মিটিছেনা জীবনের
অপূর্ণ তিয়াষ।
যত বেশী দুঃখ বাড়ে তত উৎসাহেতে মেতে
চলেছি ছুটিয়া ;
কোথা মোর শান্তিবারি—তৃপ্তি কোথা গেলে পাব
কিছু না জানিয়া।
কার প্রেমে কার তরে আকুল অন্তরে আমি
চলেছি না জানি ;
তবু যেন মনে হয় শুনি চারিপাশে কার
প্রেমময়ী বাণী।
সে স্বর শুনিয়া আর তিলেকের তরে মোর
রহেনা সংশয়,
নৈরাশ্যের ভ্রূকুটিরে কাহার আহ্বান সম
যেন মনে হয় !

মেঘাচ্ছন্ন গগনেতে বারেকের তরে যথা
বিজলি কম্পন—
তেমনি নৈরাশ্যদীর্ণ ক্ষণতরে হেরি পুণ্য
আশার কিরণ।
সে প্রসন্ন, জ্যোতির্ম্ময় আলোক দেখিয়া আমি
মদমত্ত চিতে,
নৈরাশ্য আঁধারে কভু অতরল প্রেম মোর
পারিনে ভুলিতে।
তাই উৎসাহেতে ধাই দলিয়া অগণ্য বাধা
পরিপূর্ণ বেগে—
তাহে মোর চারিদিকে শুষ্কবৃন্ত বৃক্ষে কত
পুষ্প ওঠে জেগে!
নৈরাশ্যে কর্ম্মের মলিনতা সম্পূর্ণ ভাবেতে
যায় মোর কাটি,
প্রেমস্বর্ণ নিরন্তর নৈরাশ্য আগুনে প্রাণে
হ'তে থাকে খাঁটি।
নৈরাশ্য জীবন মম করিছে নিয়ত শান্ত,
স্থির, অচপল।
জীবনে নৈরাশ্য শুধু আছেগো আমার এবে
একটি সম্বল।

এ জগতে আসিয়াছি ; সমাপিতে কর্ম্ম মোর
কুটিল, কঠিন—
নৈরাশ্যে নির্ভর করি,—প্রেমের বিমলালোকে
হইব স্বাধীন !

লক্ষ্যহারা।

ব'হে যায় স্রোতস্বতী সন্ধ্যার গগন
বেষ্টিয়া পশ্চিমদিকে,—মুগ্ধ, অচেতন,
শ্রান্তিহীন, দিশাহারা, পাগলের মত
অকুণ্ঠিত বেগে দ্রুত। যত পূর্ব্বাগত
জীর্ণ চিহ্ন একে একে তারি গর্ভে ক্রমে
মিলাইছে। তৃষাতুর পান্থ যথা ভ্রমে
শূন্য, মিথ্যা মরীচিকা হেরি ছুটে যায়
তেমনি উল্লম্ফ দিয়া পশ্চিম সীমায়
(ভাবিয়া সে রক্তরশ্মি স্বরগের জ্যোতিঃ)
ছুটিয়া চলেছে নদী। হায়! ভ্রান্তমতি
জানিছে কি মায়ায় কি কুহকপানে
কি অজ্ঞাত সর্ব্বনাশে ধায় একপ্রাণে!
আপনার বক্ষে বহি' কি কলঙ্ক রেখা
সে বুঝে না পরিণাম,—ভবিষ্যের লেখা!

আমার ফুল।

যা' যখন মনে আসে ছন্দ গেঁথে বলি—
আমি নহি এমন অধীর ;
বাসহীন যে কুসুম এ হৃদয়ে ফোটে
তারে কভু করিনে বাহির।
অসার অনিত্য ফুল যাহা, তারে কভু
তুলিবার নাহি প্রয়োজন ;
কেন মিথ্যা মায়া আনি বাড়াই জঞ্জাল
শৃঙ্খলিত মানব জীবন !
সামান্য বাগানে মোর সুবাসিত যেটি'
যেটি মোরে করে আমোদিত—
সেটিরে সবার কাছে আনি ভয়ে ভয়ে
আশঙ্কায় পরিপূর্ণ চিত।
উপেক্ষারে ভয় করি যাই ধীরে ধীরে
ভাবি,—লোকে পাবেকি সুবাস ?—
কভু মনে আসে আশা আত্ম-অভিমানে,
কভু প্রাণে হইগো নিরাশ !

এমনি করিয়া সদা ভাবিতে ভাবিতে
পুষ্প মোর মুঠিতে শুকায়,
জীর্ণ সে যে হয়ে যায় আমার পরশে,
গন্ধ তার বায়ুতে মিলায় !
যখন সন্দেহটুটি' আসেগো বিশ্বাস,
যবে শুনি প্রকৃতির গান,
তখন সবার কাছে এনে দেই ফুল
কিন্তু সে যে হ'য়ে যায় ম্লান !
আমার নিকুঞ্জ গন্ধে করিয়া আকুল,
রূপে আলো করি দশদিশি,
যে ফুল ছিলগো ফুটি,—হেথা আসি কেন
সুধীরে সে যাইতেছে মিশি ?
নিঝুম প্রকৃতিকোলে, স্তব্ধতার মাঝে
হাসিয়া যে রহিত ফুটিয়া,
কোলাহলে এসে কেন আজি সে এমন
দুখলাজে পড়িছে লুটিয়া ?
তাই বড় ব্যথা পেয়ে অতি সকাতরে
ইচ্ছা হয়, করিবারে পণ—
না হয়ে ব্যাকুল কভু জগতের কাছে
মোর পুষ্প করিব গোপন।

কিন্তু হায়, একি জ্বালা! পারিনে বহিতে
আপনার এ আনন্দরাশি ;
সবারে জানাতে প্রাণ উঠেগো কাঁদিয়া
সবারে সমান ভালবাসি।
আপনার গৃহে ব'সে স্বার্থপর সম
পারিনাগো হইতে কৃপণ,
তাই এসে মাঝে মাঝে সবার করেতে
পুষ্পাঞ্জলি করি সমর্পণ।

আমার কাননঘেরা এ কুটীর খানা
লোকালয় হ'তে বহু দূরে,
আসি আমি গান গেয়ে দীর্ঘপথ বাহি'
নিজমনে এ আঁধার পুরে।
মোর রত্ন এ আঁধারে যদি কারো চোখে
ভাল লাগে,—হয়গো আদৃত,
তাহলে প্রেমের হেথা হেরি সমাদর
আমি শুধু হব পুলকিত।
আমার নিজের যত অবিহিত কাযে
চাই আমি হ'তে অপমানী,
তা'বলিয়া প্রাণপ্রিয় রত্নগুলি নিয়া
সহিবনা কোন কানাকানি।

তাই আমি আনিয়াছি সশঙ্কিত চিতে
মোর ছোট ফুলে ভরা ডালা,-
যাহা লয়ে এতদিন আপনার মনে
আপনি গাঁথিতে ছিনু মালা।

অয়ি প্রাণময়ি !

আমি এতদিন এতরূপে এতভাবে দেখিলাম তোরে
আজো তবু কেন মনে হয়—হয়নিরে দেখা ভাল ক'রে ?
কেন চাহে প্রাণ, চাহে আঁখি, চাহে মোর জীবন, মরণ—
তবু তোর মাঝে চিরকাল রহিবারে করিয়া শয়ন ?
বুকেতে বসায়ে তোরে কেন সব দেহ চাহে লুকাবারে—
চাহে তোর অনিন্দ্য অঙ্গেতে এক হয়ে যেতে একাকারে ?
দেহের এ কঠিন নিগড় চাহে প্রেম ছিঁড়ি' একেবারে
অব্যাহত ভাবে তোর মাঝে মিশে যেতে অনন্ত প্রসারে।
তুমি আমি এক হ'য়ে যাব রহিবে না কোন বাধা আর
দূরে যাবে মোহের বাঁধন,—দূরে যাবে শূন্য হাহাকার !
সংসারের শত অবরোধ. পরাণের পরিম্লান কালি,
সব দূরে যাইবে তখন সংবেদন দিবে প্রেম জ্বালি।
চিন্তার অতীত হ'য়ে আনন্দে বহুধা যাপিব জীবন,
চন্দ্র সূর্য্য হ'য়ে চিরকাল করিবগো জ্যোতিঃ বিকিরণ ;
তখন কুসুম হ'য়ে গাছে ফুটি রব এ বিপুল ভবে,
মলয় মারুত হ'য়ে বাস বিতরিব ধীরে, সুনীরবে ;

গাহিব বসন্তকাল হ'য়ে মূর্ত্তিমান কোকিলের রূপে,
সমস্ত জগতে মোহ ঢালি, চেয়ে রব সবাপরে চুপে।
সবাকার মাঝে রব জেগে—কেহ মোরে দেখিয়া হাসিবে,
কেহ মোর তরে বনে যাবে—বিশ্ব ঘুরে আমাতে পশিবে।
কেহ মোরে চাহিবে না কভু,—কেহ মোরে পেয়েছে দেখাবে,
কেহ মোরে ছন্দজালে গাঁথি' শূন্য প্রাণে চেতনা জাগাবে।
তবে এস অয়ি প্রাণময়ি! তোমামাঝে লুকাইয়া যাই,—
এ দেহের পিঞ্জর ভাঙিয়া বিশ্বময় এ প্রাণ ছড়াই।

শেষ বাসনা।

লাবণ্য ঝরিছে অবিরত
এ বিশাল ভবে,
চারিদিক পূর্ণ, মনোমত—
হেরি যেথা যবে।
ঘনশ্যাম দূর্ব্বাদল কিবা
অপূর্ব্ব শোভন!
নবজাত কচি পাতাগুলি
কাঞ্চন বরণ,
মহাকাশ স্থির, ঘননীল,
উদাসী মলয়,
প্রসন্না, মন্থরগতি নদী,—
সবি শোভাময়!
সৌন্দর্য্যের মোহ প্রাণে আসে
হেরি' এ ধরণী,
এ পৃথিবী সৌন্দর্য্যমণ্ডিত—
অফুরন্ত খনি।

যত আমি চাহি চারিদিকে
ভ'রে যায় আঁখি,
যত ভেবে দেখি,—তত দেখি,
বিন্দুনাই বাকি !
চারিদিকে যেন চিরদিন
নিত্য নব খেলা,
এ যেন গো মন্‌ভুলোনো এক
বিশ্বব্যাপী মেলা।
অন্ধকারে নিঝুম দশদিশি
তারকার রাশ,
জগৎপ্লাবী জ্যো'স্নামাখা নিশি,
মুক্ত নীলাকাশ,—
সবি যেন মন কাড়িতে চায়
সুষমা-পূরিত ;
আমি শুধু, সব দেখে শুনে
হয়েছি বিস্মিত !
তাহে যদি মোরে পাগল বল,
ক্ষতি তাহে নাই ;
এজগতে পাগলেরি মান—
ক্ষ্যাপাই হতে চাই !

এ মজার মহীতলে এসে
পাগল হয়ে থাকা,—
আপন বলে সবারে ভাবিয়ে
আপন ব'লে ডাকা,—
তা হ'তে যে শান্তি কিছু নেই
জীবনে মরণে,
তাই খালি ক্ষ্যাপা হ'তে চাই
প্রকৃতি চরণে।

প্রকৃতির প্রতি)—

হে প্রকৃতি, তব পায়ে দেবি,
দাও মোরে স্থান,
তোমাতেই ডুবে গিয়ে মোর
হোক্ অবসান।
তুমি পূর্ণ, তুমি অনিন্দিত,
মধুর, মহান্ !—
তোমাতে তলায়ে গিয়ে আমি
পাব নব প্রাণ।
কে তোমারে এত সাজাইছে
অভিরাম রূপে ?
কোন্‌খানে তাহার নিবাস
কোন্ সুধাকূপে ?

প্রত্যহ তোমারে নবসাজে
কে দেয় সাজায়ে ?
কে তোমার বুকেতে নিয়ত
রয়েছে লুকায়ে ?
কাহারে লুকায়ে হৃদিপুরে
তুমি গরবিণী ?
আমি কি তাহারে কভু হায়,
লইব না চিনি !
তুমি যেন নিত্য নানাভাবে
কি যেন গো ঢাক,
তুমি যেন নিত্য কার ধ্যানে
মগ্ন হ'য়ে থাক !
তুমি যেন মোহিনী, রূপসী,
অনন্ত-যৌবনা,—
সদা দ্রুত চঞ্চল চরণে
কর আনাগোনা ;
কভু যদি বস্ত্রাঞ্চল খসে
অমনি চকিতে
আবরি' শ্রীঅঙ্গ চলি যাও ;—
ব্যথা দিয়ে চিতে।

আমি মুগ্ধ ; শুধু ও রূপেতে
সব ভুলে যাই,—
তাই তব গুপ্তগৃহে আজো
মোর ঠাঁই নাই !
খোল তবে আজি ও তোমার
হৃদয়ের দ্বার,
এ দীন সঁপিল তার শেষ
অর্ঘ্য বাসনার !
তব মাঝে লহ মোরে ডাকি
তব দাস ক'রে,—
যত মোহ, যত দুঃখ, তৃষা
সব যাক্ স'রে ।

লজ্জা।

(১)

ধন্য মানি তোরে লজ্জা, নিত্যসহচরি,
রে স্থিরযৌবনা বালা, হৃদয়-ঈশ্বরি!
কিসে হ'লি সংসারের সার ?
ও আমার কুসুমের হার!

(২)

যশের মোহিনীমূর্ত্তি লয়ে বক্ষ'পরে
ভুলাইছ জগজনে কত না আদরে!—
দাস তারা তোমার মায়ার
ও আমার কুসুমের হার!

(৩)

ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস যে জন ধরায়
তোমার কুহকে সেও বাঁধা প'ড়ে যায়;
পশু ধরে দেবের আকার।
ও আমার কুসুমের হার!

(৪)

অন্ধ, দুরাচার যত ধরণীর লোকে
রক্ষা কর সদা তুমি রাখি চোখে চোখে,
তব দয়া পরম, অপার ;—
ওরে মোর কুসুমের হার !

(৫)

ভাল মন্দ সব কাযে, সব অনুষ্ঠানে
তোমারি আরতি হেরি এ বিশ্বভুবনে ;
গলে ফাঁসি বেঁধেছ সবার
ওরে মোর কুসুমের হার !

(৬)

আমার পরাণমাঝে চিন্তারাশি যত—
তোমারি ইঙ্গিত তরে ধাবিত সতত,
তাই তুমি বুকেতে আমার
ওরে মোর কুসুমের হার !

বিশ্বরূপ।

সখি! তীরে সেই ফুল হাসিয়া ফুটিত
মনোরম, অতি সুন্দর,
বিশ্ব তাহারি লইয়া বক্ষে
বহিত বাহিনী মন্থর।
মলয় তাহারি মধুর গন্ধ
বিলা'ত দেশদেশান্তে,
বিভোর ভ্রমরা হইয়া মুগ্ধ
বসিত সে মুখপ্রান্তে ;
কৃষ্ণ কোকিল কহিত সেরূপ
গাহিয়া মধুর সঙ্গীতে,
হিংসা করিয়া হাসিত গগনে
ইন্দু কত কি ভঙ্গীতে।
তার সে করুণ অমল আনন,
তার সে সুধার হাসিতে,-
দেখিতাম সখি, সত্য সদাই
বিশ্বরূপ ভাসিতে।

দেখ্‌নারে সখি, যত্ন করিয়া
জগতে সর্ব্বভূতেতে—
ব্যাপ্ত আজিও তাঁহার জ্যোতিঃ
ভিন্ন ভিন্ন রূপেতে।
করিব কেমনে তোর সম্মুখে
অতুল সে রূপবর্ণনা ?–
তাহারি অঙ্গে লীন হয় সখি,
তাহারি কন্যা কল্পনা !

"চোক্ গেল !"

গভীর নিশীথ ; স্বচ্ছ চাঁদের কিরণে
সমুজ্জ্বলা, সুগম্ভীরা, নিদ্রিতা, ধরণী ।
আমি একা চেয়ে আছি অনন্তগগনে,
কাণে মোর পশিতেছে একখানি ধ্বনি ।
দূরে—অতি দূরে তবু কোথা নাহি জানি
গাহিছে পাপিয়া এক করুণ স্বরেতে ;
আমি হেথা জেগে আছি একটি পরাণি,
সে গান আমাকে তীব্র বিঁধিছে বুকেতে ।
মরি ! মরি ! পাখি, প্রেম কি গভীর তোর !—
সারারাত গাহিতেছ একভাবে বসি ?—
চুপ কর ; চেয়ে দেখ—নিশি হ'ল ভোর—
ম্লানমুখে মিশাইছে পূর্ণিমার শশী ।
শুনিলনা পাখী কথা । উঠিল কাঁদিয়া—
"কেঁদে 'চোক্ গেল'—তবু এল না ফিরিয়া !"

আশ্বাসবাণী

যত ভাবি, যত কাঁদি, যত পাই ব্যথা
তত যেন শান্তি পাই হৃদয়ের তলে ;
কে যেন যাতনামাঝে, ভাঙি' বিজনতা,
আশ্বাসিয়া সদা মোরে স্থির হ'তে বলে।
পরিপূর্ণ কোলাহলে প্রমত্ত জগতী
উদ্ভ্রান্ত বাসনাবক্ষে র'য়েছ দাঁড়ায়ে ;—
তারি মাঝে বলহীন আমি একা অতি,
শান্তি পাই আপনারে লইতে ছাড়ায়ে।—
একেলা মাতিয়া এই দুরন্ত আহবে
বিক্ষত জীবনে আমি হইনে নিরাশ,
কে যেনগো থাকি থাকি সুগম্ভীর রবে
আমার পরাণে সদা জাগায় বিশ্বাস !
"আমি আছি !" কে যেনগো বলিতেছে মোরে
সে বাণীতে চিত্ত তাই নিত্য আছে ভ'রে !

ছলনা।

চন্দ্রাতপ একখানি কে বিছালে গগনে ?
আঁধারে বসেছি একা ; কিছু নাহি যায় দেখা,
অসংখ্য তারকাগুলি চেয়ে আছে বিজনে ;
এ তিমিরে চন্দ্রাতপ কে বিছালে গগনে ?

শতছিদ্র আবরণে কোন্ কায ছিলরে ?
জ্যোতির্ম্ময় লোক হ'তে ওই যে ও ছিদ্রপথে
প্রসন্ন কিরণছটা মোরে দেখা দিলরে !—
তবে আর আবরণে কোন্ কায ছিলরে ?

একটি সাধ।

(১)

তটিনীর সম যেন হ'তে পারি নম্র,
অগ্নির মত স্বাধীনতা চাই প্রাণে ;
হৃদয় খানিরে তব প্রেমে করি পূর্ণ
চাই বিকাশিতে তোমারে আমার গানে।
বাসনা, যাতনা সব দূর করি দিব,
তোমারে সবার মাঝারেতে নিরখিব ;
জগতের দুঃখে শান্তিতে মেতে আমি
জাগিয়া রহিব কর্ম্মের মাঝখানে।
তটিনীর সম যেন হতে পারি নম্র
অগ্নির মত স্বাধীনতা ল'য়ে প্রাণে!

(২)

জীর্ণ মলিন পঙ্কিল এই ধরা
যেন মোর কাছে পুণ্যেতে ওঠে হাসি'
আমি যেন সদা তোমারে সবাতে হেরিয়া
সবারে বুকেতে টানি' লয়ে ভালবাসি !

অরুণ

নীলাকাশে তব যে করুণা চেয়ে আছে
সে যেন ফুটিয়া ওঠে মোর হৃদিমাঝে ;
আমি যেন সদা বাধারে চূর্ণ করি
তোমার কোলেতে সোজাপথে চ'লে আসি।
জীর্ণ মলিন পঙ্কিল এই ধরা
যেন মোর কাছে পুণ্যেতে ওঠে হাসি !

স্বপ্নে।

চারিদিকে কোন শব্দ ছিলনাক' কিছু,
সকলে হ'য়েছে স্থির দিবসের পিছু।
তারি মাঝে সন্ধ্যাবায় বহিল যখন
আপনি মুদিল মোর শ্রান্ত দুনয়ন;
অন্ধকারে চারিদিক স্তম্ভিত, নির্জ্জন;
আমিও তাহারি কোলে ঘুমে অচেতন!
নিদ্রার পাথার তলে নেহারিনু নামি'
সেথাও তাঁহারি পাশে দাঁড়াইয়া আমি!
জীবনে আমার সেই এক প্রিয়তমে
স্বপ্নময় নেহারিয়া মরিনু সরমে!
অসহ্য এ সংসারের যতেক ভাবনা,
যত উৎপীড়ন জ্বালা, সুতীব্র বেদনা,
কিছু যেন নাহি আর; গিয়াছে পলায়ে।
শুধু সে পবন মোর লাগিতেছে গায়ে।

পার্থিব সুখ।

১। তুমি মোহ, চাহিনে তোমারে
যাও সুখ,—দূরে চলে যাও!
তুমি সত্য হইতে সবারে
অসত্যেতে জানি যে, ঘুরাও!
তুমি আন দুরাশা, বাসনা,
তুমি প্রাণে বাড়াও যাতনা;
আজ আমি পেয়েছি চেতনা—
কেন আর মুখপানে চাও?
আর আমি ভুলিনে ছলনে
যাও সুখ,—দূরে চলে যাও!

২। অসাড়, নির্জ্জীব তব দেহ;
শান্তি নাই তব আলিঙ্গনে!
যত চেপে ধরি তোরে বুকে
তত জ্বালা বাড়ে এ জীবনে!
কাল চেয়ে তব মুখপানে

যাপিয়াছি সারানিশি গানে,—
আজ সেই সুখস্মৃতি প্রাণে
কাঁদিয়া উঠিছে খণে খণে !
তুমি শুধু অতৃপ্ত পিপাসা ;
শান্তি নাই তব আলিঙ্গনে।

৩। আছি হেথা হৃদণ্ডের তরে,
কেন তবু কর জ্বালাতন ?
এ হৃদয় চঞ্চল আমার—
কেন কর তারে আক্রমণ ?
নানাদিক্ হ'তে তুমি মোরে
ভুলিয়াছ দিশাহারা ক'রে ;
আজ তাই বলি সকাতরে—
মায়াজাল কর সম্বরণ !
প্রলোভন অসংখ্য তোমার,
হৃদণ্ডের তরে এ জীবন !

৪। এ জনম আনন্দের শুধু
হেথা নাই তব অধিকার,
এ জনম প্রেমের আবাস
এত নহে রাজত্ব মায়ার !
তুমি কেন তবে মোর পিছে
ঘুরে ফিরিতেছ সদা মিছে ?

ঘ

হের—হেথা সবাই হাসিছে !
রবিকরে ঘুচেছে আঁধার।
আজি এ আনন্দনিকেতনে
নাহি সুখ, তব অধিকার !
ওই দেখ, গাহিতেছে পাখী,
বহিছে মলয় সমীরণ ;
ফুটিয়াছে ফুল গাছে গাছে
মধুগন্ধী, বিচিত্রবরণ !
তুমি কেন এমন ধারায়
টানিতেছ আমারে মায়ায় ?
প্রাণ মোর বাঁচিবারে চায় ,—
তুমি সুখ, জীবন্ত মরণ !
আজ প্রাণ গিয়াছে খুলিয়া
বহিছে মলয় সমীরণ।

ভারতীমাতার প্রতি।

(১)

তোমার তরেতে চিরদিন আমি জাগিয়া রহিব দেবি,
শ্রান্তি আমার হবেনা কখনো তোমার ও পদ সেবি'।
আমার কুটীর দ্বার
খোলা রবে অনিবার
তুমি শুধু এসো তাহার মাঝেতে ঝঙ্কারি হৃদিতার।

(২)

যখন আসিবে তখন তোমার নূপুরের রব শুনি'
আসিবে ছুটিয়া বিভল ভ্রমরা নিজমনে গুনগুনি !
মলয় মারুত সনে
মনোনিকুঞ্জবনে
ফুটিয়া উঠিবে কুসুমবৃন্ত লভিয়া নবজীবনে।

(৩)

তোমার স্নিগ্ধ ও চরণছায়ে রব পড়ে অনুখণ
জাগায়ে তুলিব তোমার স্তব্ধ সুবিশাল এভুবন।
আমি খুলে দিয়ে প্রাণ
তোমাতে মিশায়ে তান
গাহিব তোমার অক্ষয় ধামে সদা তব জয়গান।

(৪)

হেথায় গেয়েছে অনেক পাগল অনেক রাগিণী দিয়ে,
আমারে তোমার তাহাদের মাঝে যেতে হবে দেবি, নিয়ে।
আমারে তোমার নিতি
নব নব শত গীতি
শিখাইতে হবে হে দেবি আমার,—বিতরি' স্বরগ প্রীতি।

(৫)

যখনি আস মা, এসগো একেলা এ নীরব গৃহে মোর।
কভু সাথে দেবি, আনিয়োনা তব সে দুটি ভৃত্য চোর।
'দম্ভ, বাসনা' দোঁহে
নানাছলে কথা ক'হে
শুনেছি, মজায় তোমায় ভক্তে নানামতে মিছে মোহে।

(৬)

তোমারে বসাব হৃদয়আসনে পূজিব ওপদদুটি,
ব্যাকুল চিত্তে চুমিব তোমার ও রাঙা চরণেলুটি'।
তব কাছে চারিপাশে,
অন্তহীন দুরাশে
মৌন, মুগ্ধ, বিপুল, বিশ্ব ঘুরিবে ফিরিবে ত্রাসে!

মুখরা প্রকৃতি

প্রতিদিন প্রভাতের সৌম্য নীলাকাশ,
প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে গম্ভীরা প্রকৃতি,
প্রতিদিন রজনীর বসন্ত বাতাস,—
মনে এনে দেয় মোর সে করুণ স্মৃতি।
সে গভীর ভালবাসা বাসনাবর্জ্জিত,
সে অতুল রূপচ্ছটা কলঙ্কবিহীন,
সে প্রগাঢ় আলিঙ্গন, চুম্বন-অমৃত,
এখনো মনেতে পড়ে আধ' আধ' ক্ষীণ!
কোথা আমি পড়ে আছি কোন্ দূরদেশে
ভুলিয়া তাহার প্রেম প্রবিত্র নির্ম্মল!—
সমস্ত জগৎ তাই মোরে যেন হেসে'
উপেক্ষিয়া বলিতেছে,—"হায়রে পাগল,
ভালবেসে কভু কিগো প্রেম ভোলা যায়?
প্রেমপূর্ণ এ পৃথিবী; লুকাবে কোথায়?"

"তিনি"।

অনেকেরে ভালবাসা বিলাইয়া আমি
বিন্দু শান্তি পাই নাই। শুধু দিনযামী
অতৃপ্তির কোলে শুয়ে দীর্ণবক্ষ চাপি'
রহিতাম প'ড়ে একা! শুধু কাঁপি কাঁপি
উঠিতাম মৃতকল্প। মনেতে সদাই
জাগিত এভাব,—যেন আরো কিগো চাই
পাই না তা কোনখানে!—
হেথা যেন মোরে
সমঅনুভূতি দানে বলীয়ান্ ক'রে
ফুটাতে পারেনা কেহ প্রেমপ্রস্রবণে
সম্পূর্ণ করিয়া মোর মানবজীবনে।
হেথা যেন সদা শুধু স্বার্থের ভিতরে
গণ্ডীবদ্ধ লোকগুলি; পর দুঃখ তরে
ফেলিবেনা অশ্রুজল সমবেদনায়!
যেনগো এদের হেথা নাহিরে সময়
তিলেক শুনিতে মোর জীবনকাহিনী!

এ অক্ষমে পদপ্রান্তে রাখিবারে কিনি'
যেনগো এদের নাহি বিন্দু প্রয়োজন।
করুণা যেনগো চিরবিদায় গ্রহণ
করে গেছে ইহাদের অন্তর হইতে,
পুণ্যলোকে শত ঊর্দ্ধে, সেই অবন্তীতে !—

আজ কিন্তু এ সকল চিন্তা গেছে টুটে
প্রেমের বন্যার এই অদম্য আবেগে ;
আজ যেন কারে মোর এ হৃদয়পুটে
পাইয়াছি। তাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে
ফিরিতে পারিনে আর। ম্লানরেখাগুলি
প্রাণে মুছে গেছে। মোর সিংহাসনে একা
বসায়েছি যাঁহারে বরিয়া—তাঁর মহিমায়
প্রাণ মোর ছাপাইয়ে বুঝিবা ধরায়
ঝরিয়া পড়িবে প্রেমধারা। সেই প্রেমে
নিত্য অবগাহি' আমি আপনার মাঝে।
নিত্য সে তটিনীকূলে প্রতি গাছে গাছে
নানাবর্ণ বিরঞ্জিত সুবাসিত ফুল
ফুটে আছে ; নিত্য সেথা চাঁদের আলোকে
প্রাণ মোর পূর্ণ হ'য়ে ওঠে পুলকিয়া !

সেথায় সদাই শুনি পলকে পলকে
বাঁশরির তান। তাই আমার এ হিয়া
আবেশে আকুল হয় থাকিয়া থাকিয়া ;
না বাছে সময় কভু। তাই গাহি গান
এতছন্দে এতভাবে হ'য়ে ভাসমান,
আপনার গানে নিজে সকল ভুলিয়া !

আজো তবু জানি নাই কেমন সেজন
কি অমৃত পাই তাহে। শুধু অনুক্ষণ
তারি ধ্যানে আছি আমি হ'য়ে পাগলিনী ;
সে আমার অশ্রুকণা, সে আমার "তিনি" !

বিদায়।

তোমরা ত শুধাওনি মোরে
তবু কেন গাহি এত গান!
কেন তবে মিছে ঘুমঘোরে
মোর প্রেম করি শতখান?

যত গাহি তত কাঁদে প্রাণ,—
মনে হয়, বুঝানো গেলনা!
যত কাঁদি বাড়ে অভিমান;
হায় সখি, একি বিড়ম্বনা!

স্বপনেতে যে কুসুম ফোটে
তারে কেন করিগো বাহির?—
তাই বুকে ব্যথা বেজে ওঠে,
তাই মোর এ দশা আঁখির!

তবে যাও প্রকৃতি সুন্দরি,
যাও তবে হে কল্পনাবালা।
আমি এবে দ্বাররুদ্ধ করি
তারি গলে পরাইগে মালা!